কেমন হবে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক, ছবিটি প্রতীকী

স্বামীর বন্ধু

● সালমা লুনা

বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর সবকিছুকেই আপন করে নিতে হয়। একথা প্রত্যেক মেয়েকেই তার পরিবার থেকে আগে শিখিয়ে দেয়া হতো। এখন যুগ পাল্টেছে, এখন আর মেয়েদের একথা শিখিয়ে দিতে হয় না। তবুও মেয়েরা তাদের সহজাত ক্ষমতাবলে জেনে যায়, দুজন মানুষ পাশাপাশি থাকতে গেলে তাদের পারস্পারিক কিছু বিষয়, তাদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কগুলোতে নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়, খাপ খাওয়াতে হয়। পরিবেশ অভ্যাস আদব-কায়দা ছাড়াও কিছু মানুষ, কিছু সম্পর্কতেও অভ্যস্ত হতে হয়। ছেলেদের জন্য এটা যত না, মেয়েদের জন্য নিয়েমের আওতাধীন মোটামুটি। সেক্ষেত্রে স্বামীর মা-বাবা, ভাই-বোন নিকটাত্মীয় ছাড়াও স্বামীর বন্ধুরাও আছেন যাদের সঙ্গে তাদের মানিয়ে নিতে হয় কারণ তারা স্বামীর জীবনের একটা অংশ। বিয়ের পর আপনি যেমন চাইবেন আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধু-বান্ধবের যোগাযোগ থাকুক তেমনি আপনার স্বামীও।

আমাদের সমাজে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এসব ক্ষেত্রে সুবিধা পায় বেশি। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেই সময় কাটাতে হয় বেশি। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, ঘরোয়া পার্টি, গেট টুগেদার কিংবা দলবেঁধে কোথাও বেড়াতে যাওয়া এসব স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গেই হয় বেশি। ফলে স্ত্রীরাও ধীরে ধীরে সহজ হয়ে ওঠেন স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে। অনেক সময় দেখা যায় এসব ক্ষেত্রে স্বামীর বন্ধু বা বন্ধুপত্নীটিও আপনার ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে উঠল। আবার উল্টোটাও হতে পারে। স্বামীর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটিই হয়তো বা রয়ে গেল আপনার সুনজরের বাইরে। কিন্তু যদি হয় তারচেয়েও বেশি কিছু? যেমন বন্ধুটি যদি আপনার প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে ওঠে? কিংবা আপনারও যদি তাকে ভালো লাগতে শুরু করে? সেক্ষেত্রেই বিষয়টি হয়ে ওঠে একটু আলাদা, বিশেষ এবং চিন্তার ! কেননা এর ওপর নির্ভর করছে অনেকগুলো বিষয়, আপনার দাম্পত্য তো বটেই; বিশ্বাস, বন্ধুত্ব ইত্যাদি অনেক কিছুই হুমকিতে পড়বে তখন। কেমন হবে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?

সহজ সম্পর্ক : স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে সাধারণত সব স্ত্রীদেরই একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গেসঙ্গে তা আরো গাঢ় হয়। অনেক সময়ই দেখা যায় তারা স্ত্রীদেরও ভালো বন্ধু হয়ে উঠছে। দেখা গেল আপনার স্বামীকে সে তুই তোকারি করছে, তাই আপনাকে তুমি সম্বোধন করছে। এটা দোষের কিছু নয়। আপনার স্বামীর সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, সহজ সম্পর্কের সরলতায় আপনাকেও সে আপন ভাবতেই পারে। মুখ আলগা কোনো মন্তব্য বা বেকায়দা রসিকতাও চলতে পারে, এটা স্বাভাবিক। ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। খেয়াল রাখুন এটা কি সে শুধু আপনার স্বামীর আড়ালে করছে? না কি সবার সামনেই তার এই সারল্য? স্বাভাবিকতা? আপনি অস্বস্তি বোধ না করলে গ্রহণ করে নিন আপনার এই নতুন বন্ধুটিকে। স্বামীর বন্ধুর পাশাপাশি সেও হয়ে উঠুক আপনার বন্ধু।

বন্ধুত্বের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে? : একসঙ্গে চলতে চলতে কখনো কেউ স্বাভাবিক বন্ধুত্বের চেয়ে একটু বেশি কিছু দাবি করে বসে। সেটাও স্বাভাবিক, এটা হতেই পারে। একটু আলাদা করে প্রশংসা করার চেষ্টা, মুগ্ধতা ছড়িয়ে চোখে চোখ রাখা কিংবা মুখ ফুটে বলেই ফেলল তেমন কিছু। কি করবেন? না, ভয় পাবার কিছু নেই। আবার হাত পা ছড়িয়ে স্বামীর কাছে নালিশ করবেন? সেটাও ভালো দেখাবে না। তাহলে? লক্ষ্মী মেয়ের মতো নিজেই হ্যান্ডেল করুন না। কারণ বন্ধু স্বামীর, তিনি হয়তো বন্ধুর এই আচরণে কষ্ট পাবেন। আবার বন্ধুটিও হয়তো সামান্য একটু ভালোলাগা জানাতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার দায় মাথায় নিতে পারেন।

যদি বাড়াবাড়ি হয়? : হ্যা, বাড়াবাড়ি তো হতেই পারে। যেমন বন্ধুটি শুধু তার মুগ্ধতা প্রকাশেই চুপ রইলেন না। অশ্লীল, আদিরসাত্মক রসিকতা করতে পারেন। এটা অবশ্য বন্ধু মহলে অনেকেই করে থাকেন। তার মুগ্ধতা প্রকাশের চূড়ান্ত ধাপ অর্থাৎ ভালোলাগার শরীরী প্রকাশও করতে চাইতে পারেন। যেমন তিনি আপনাকে একান্তে চাইছেন। আড়ালে আবডালে ছুতোনাতায় স্পর্শ করছেন, জড়িয়ে ধরতে চাইছেন। ফোনে বা সামনাসামনি অশ্লীল কথা বলছেন, শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব দিচ্ছেন– এসব স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া আপনি ব্যাপারটাকে বাড়াবাড়ি বলতে পারছেন না। কাজেই প্রথমে নিশ্চিত হোন। কায়দা করে খোঁজ নিন সে কি এই আচরণ শুধু আপনার সঙ্গেই করছে, নাকি অন্য বন্ধু পত্নীদের সঙ্গেও। নিশ্চিত না হয়ে পরবর্তী সময়ে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এমনকি পুরো ব্যাপারটায় আপনিও দায়ী হতে পারেন।

আপনিও যে দুর্বল হতে পারেন : অসম্ভব তো নয়! হতেও তো পারে যে আপনিও আপনার স্বামীর কোনো বন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। দিনের পর দিন একসঙ্গে চলাফেরা ওঠাবসা আড্ডাবাজি বেড়ানো করতে করতে আপনি তার কোনো গুণ সৌন্দর্য বা স্মার্টনেস দেখে আকৃষ্ট হয়ে কিঞ্চিত দুর্বল হতেই পারেন! মানুষ তো, মানুষেরই এমনটি হয়। তবে কথা হলো এটা আপনি কতটা বাড়তে দেবেন। কিংবা আদৌ ভালোলাগাটাকে দানা বাধতে দেবেন কিনা তা নির্ভর করছে আপনার উপরেই। কারণ অনেক সময়ই এই ক্ষণস্থায়ী ভালোলাগা সর্বগ্রাসী রূপ নেয়। তবে সে অবস্থায় যাবার আগে নিজের সঙ্গে করে নিন বোঝাপড়া। প্রয়োজনে সাহায্য নিন অন্য কারো, যে কিনা আপনার বিশ্বাসভাজন।

কীভাবে করবেন মোকাবেলা : হ্যাঁ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিছুটা প্রস্তুতি তো দরকার হয়ই। সম্পর্ক যদি সহজ স্বাভাবিক হয় তাহলে তেমন মোকাবেলার প্রয়োজন পড়ে না। বরং তখন স্বামীর বন্ধু নিজেরও বন্ধু হয়ে ওঠার সুবাদে পাবেন বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা।

বন্ধুত্বের সীমানা পেরুলে আবার একটু সাবধান হওয়ার দরকার আছে বৈকি। চোখের দৃষ্টি বা কথার মুগ্ধতা ছাড়াও তিনি যদি

ভালোলাগা স্পষ্ট করে জানিয়েই দেন তবে আপনিও তাকে শান্তভাবে জানিয়ে দিন যে আপনি এই সম্পর্কটাকে বা তাকে এই চোখে দেখছেন না। বা তার এই কথাগুলো আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলছে।

বাড়াবাড়ি কিছু ঘটলে তো আপনাকে একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। প্রথমেই নিশ্চিত হোন ওই বন্ধুটি বাড়াবাড়ি করছেন অর্থাৎ শুধু মুগ্ধতা জানিয়েই চুপ করে বসে নেই। একান্তেও পেতে চাইছেন। ভাবছেন প্রথমেই স্বামীকে বলবেন? না, কখনই না ! আগে কথা বলুন সেই বন্ধুটির সঙ্গেই। তাকে বোঝান সে যা বলছে এটা সম্ভব নয়। আপনি তার সঙ্গে এধরনের সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নন। এটা আপনাদের দুজনের জন্যই ক্ষতিকর হবে। তাছাড়াও তাকে প্রস্তাব করতে পারেন সুন্দর বন্ধুত্বের, যা আপনি আজীবন রক্ষা করতে আগ্রহী।

আর আপনি নিজেই যদি স্বামীর বন্ধুর প্রতি উৎসুক হন তাহলে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াটা সেরে নিন সবার আগে। আপনি কেমন সম্পর্ক চাইছেন তার সঙ্গে? স্বামী সন্তান সংসারের হাজারো ঝামেলা শেষে আপনার মন চাইতেই পারে, কেউ একজন থাকুক, যে একান্তই আমার আলাদা। তার সঙ্গে কোথাও বসে এককাপ চা অথবা কফির সঙ্গে নিজের স্বপ্ন নিয়ে কথা বলব। কিংবা একটা ভালো মুভি দেখব, নতুন কোনো বই, আবৃত্তির বা প্রিয় গান নিয়ে কথা বলব। মাঝেমাঝে ফোনে ক্ষুদেবার্তা আদানপ্রদান, কিংবা শুধুই মুখোমুখি বসে থাকা। এমনই যদি হয় তবে তেমন খারাপও তো কিছু নয়।

স্বামীকে বলবেন? কখন? : স্বামীকে তার বন্ধু সম্পর্কে অভিযোগ করা বিড়ম্বনার তো বটেই, অস্বস্তিরও। একদিকে বন্ধু আর একদিকে স্ত্রী, তারজন্যেও বিষয়টা বিব্রতকর এবং নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। কাজেই চেষ্টা করুন তেমন কিছু ঘটলে নিজেই সমাধান করতে। না পারলে বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে অবশ্যই স্বামীকে বলবেন। তবে গুছিয়ে, যেন তিনি ভেবে না বসেন তার এতদিনের বন্ধুটি একজন বিশ্বাসঘাতক, বেইমান অথবা বদমাশ কেউ। কেননা যে আপনাকে তার ভালোলাগা জানিয়েছে তার সেই অনুভূতি তার কাছে খুবই মূল্যবান। আপনাকে ভালোলাগা তো আর অন্যায় নয় !

পরিশেষে স্বামীর বন্ধু হোক আপনারও বন্ধু হোক না সাধারণ কিংবা বিশেষ।

স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ! : স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে, তাই বলে কি স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করবেন তার কাছে? কখনই নয়। প্রতিটি সম্পর্কের আলাদা প্রাইভেসি আছে, সেটা বজায় রাখুন। বিশেষ করে দাম্পত্যের বিষয়গুলো স্পর্শকাতর। প্রতিটি দাম্পত্যে কিছু সমস্যা থাকেই। সে কথা মাথায় রেখে সেসব স্বামীর সঙ্গেই সমাধান করার চেষ্টা করুন। তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে শেয়ার করতে গেলে ভালো হওয়ার পরিবর্তে খারাপের আশঙ্কাই প্রবল।

স্বামীর বন্ধুর গোপনীয়তা : বন্ধুটিও কখনো বলতেই পারেন আপনাকে স্বামীর কাছে কিছু গোপন করতে। কী করবেন? তার কথার মর্যাদা রাখুন। সবকিছুই স্বামীকে বলতে হবে এমন দিব্যি কেউ দেয়নি আপনাকে। পরিস্থিতি তেমন হলে না হয় বলা যাবে। কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু দায়বদ্ধতাও থাকে। তাই অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করার দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করুন, সেই সঙ্গে ঘটনাপ্রবাহ বোঝার চেষ্টা করুন। তিনি কেন গোপন রাখতে বলছেন সেটা আগে বুঝুন। তারপর না হয় মুখ খুলবেন।

বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক : আপনার স্বামীর কোনো বন্ধু যদি আকৃষ্ট হয়েই থাকেন আপনার প্রতি, তাহলে কেমন হবে তার স্ত্রীর প্রতি আপনার আচরণ? আপনি কোনোমতেই বুঝতে দেবেন না তাকে, তার স্বামী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে আপনার প্রতি। আপনি সখ্য গড়ে তুলুন তার সঙ্গে। আড্ডা-গল্পে সময় দিন তাকেই বেশি। সম্পর্কের গতি স্বাভাবিক রাখতে কাজে লাগবে। তাছাড়া সেই বন্ধুটির কাছেও আপনি একটা মেসেজ দিতে সক্ষম হবেন যে, তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার ভালো বন্ধুত্ব থাকায় আপনি সেটাকেই প্রায়োরিটি দিতে চান।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে : স্বামী ঘন ঘন ট্যুরে যাচ্ছেন, স্বল্পসময় বা দীর্ঘসময় অনুপস্থিত থাকছেন। স্বামীর বন্ধু খোঁজখবর রাখছেন, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াচ্ছেন আর আপনিও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন তার ওপর। এক্ষেত্রে একপক্ষে বা উভয়পক্ষে একটু দুর্বলতা তৈরি হতেই পারে। সম্ভব হলে ঝেড়ে ফেলুন এটা। নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিন। টানাপড়েন এড়াতে আপনি ব্যস্ত হোন অন্য কিছুতে। বই পড়ুন, গান শুনুন, ইয়োগা করুন অথবা অন্য যে কোনো পছন্দসই কাজ করুন। আপনার সময় কাটানোর, মনোযোগ অন্যত্র সরানোর কৌশল নিজেই আবিষ্কার করুন। ■

স্বামীকে তার বন্ধু সম্পর্কে অভিযোগ করা বিড়ম্বনার তো বটেই, অস্বস্তিরও

দুটি ঘটনা

নায়লা একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত। স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে রয়েছে আলাদা সম্পর্ক, সেই বন্ধু আবার তারই ডিপার্টমেন্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। অফিসের অনেকেই জানেও সেটা, কানাঘুষাও আছে অনেক। একবার কারো অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকেই দু-জায়গায় বদলি করা হয়েছিল। তারপর আবার চেষ্টা-তদবির করে দুজনই এক জায়গায়। এখন বলতে গেলে পাশাপাশি বসেন। সম্পর্ক নিয়েও কোনো রাখঢাক নেই তাদের। একজন কোথাও অফিসের কাজে গেলে, অন্যজন কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ছুটি নিয়ে সঙ্গে যান। নায়লা বললেন, কোনো অসুবিধেই হয় না, আমরা কাউকে ঠকাচ্ছি না। আমাদের দুজনার সম্পর্কটা এমনিতে কেউ বুঝবে না। আমরা দুজন দুজনকে ফিল করি, কেয়ার করি একে অপরকে, শেয়ার করি সুখ-দুঃখগুলো, ভাগাভাগি করে নিই দায়িত্বও। একসঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে তাই!

নায়লার স্বামী সজল ব্যাংক কর্মকর্তা, তারই বন্ধু ছিলেন মঞ্জুর। নায়লা একবার চাকরিতে একটা বিপদে পড়লে সজলই তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মঞ্জুরের সঙ্গে। মঞ্জুরের সাহায্যেই নায়লা বিপদ থেকে রক্ষা পান। কিন্তু ডিপার্টমেন্টে কেউ রটিয়ে দেয় নায়লা আর মঞ্জুরের মধ্যে কিছু একটা আছে, হয়তো প্রেম! এ থেকে ব্যাপার অনেক দূর গড়ায়, দুজনকেই দু-জায়গায় বদলি করা হয়। অতঃপর তদবির করে পুনরায় বদলি হয়ে এখন দুজন একই অফিসে। এরপরই তাদের মধ্যে মূলত সম্পর্ক তৈরি হয়।

নায়লা বললেন, আমি নিজেকে অপরাধী ভাবি না, স্বামীকে জানানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। আমি তো আর তার সংসার করতে চাচ্ছি না। এভাবেই চলুক না, সবকিছু তো ঠিকই আছে।

আবার ফেরদৌস (৩০ চাকরিজীবী) বললেন অন্য কথা। আমার বন্ধুর বউদের সঙ্গে আমার রীতিমতো তুইতোকারি সম্পর্ক। তাদের আলাদা চোখে দেখার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রায় ছয়জন আছে। সবাই বিবাহিত। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই ছয়জনের মধ্যে এমন চিন্তা করে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো কোনো বন্ধুর স্ত্রী রীতিমতো সুন্দরী, আকর্ষণীয়, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো সুন্দর কিন্তু কেন জানি তাদের নিয়ে এমন সিরিয়াস কোনো চিন্তা আসেই না। এটা একটা বিশ্বাস কিংবা সততার জায়গা। তারা আমাদের সঙ্গে প্রাণখুলে মেশে– এটাই ভালোলাগা। এই ভালোলাগা নষ্ট করব কেন?